সিডনীতে স্বরস্বতী পূজো - ২০১০

কর্ণফুলী রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পূজা ও কালচার [বি.এস.পি.সি] এর উদ্যোগে গত শনিবার ২৩শে জানুয়ারী সারাদিন ব্যাপী ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্য্য ও আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে সিডনীস্থ বাংলাদেশী হিন্দুরা বিদ্যাদেবী স্বরস্বতীর পূজো উদযাপন করেন। এবারের পূজো মন্ডপ হয় সিডনী মহানগরের পশ্চিমাঞ্চলের আবাসিক এলাকা ওয়েন্টওয়ার্থভীল এর রেডগাম সেন্টারে। দিনভর ৪২ ডিগ্রী তাপমাত্রা থাকলেও পূজারী ও অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে পুজোবাড়ী ছিল সর্বদা আনন্দমুখর। মূলধারার বি.এস.পি.সি দীর্ঘদিন ধরে নির্বিবাদে গ্রানভীল টাউন হলে তাদের পুজো-অর্চনা করে আসছিল। কিন্তু 'নেতা-রোগ'এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের আভ্যান্তরীন কোন্দল, শীতল-সন্ত্রাস ও বিভক্তির কারনে ২০০৮ সনের পরে উক্ত স্থানে হিন্দুদের আর কোন অনুষ্ঠান হয়নি। প্যারামাট্টা কাউন্সিল নিরাপত্তার কারনে উক্ত সংগঠনের কোন অংশকে হলটি ব্যাবহার করতে অনুমতি দিচ্ছেনা। অনেকে এ বিষয়ে সদ্য নির্বাচিত একজন স্বদেশী কাউন্সিলরকেও দায়ী করছেন। দলছুট বি.এস.পি.সি (পিন্টু-অপু) গৃহত্যাগের পর থেকে তাদের সকল পূজো-অর্চনা এ্যাশফীল্ডের পোলিশ ক্লাবে করে আসছে। হরেক রকমের পুর্ব ইউরোপীয় মদের জন্যে বিখ্যাত উক্ত ক্লাবটিতে সালগীরা বা বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান করা গেলেও ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের জন্যে উক্ত স্থানটি একদম প্রযোজ্য নয় বলে ধর্মপ্রান পূজারীরা মনে করেন। যেমন 'বাসী ফুলে মা'য়ের পূজো হয়না' ঠিক তেমনি একদিকে সারি সারি মদের বোতল আর অন্যদিকে পূজোমন্ডপ দেবীর গায়ে একদম সয়না। পূজোতে 'বোতল' সেবন অতি উত্তম মনে করে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন হিন্দু পোলিশ ক্লাবকেই তাদের প্রার্থনার সঠিক স্থান হিসেবে ফীবছর ব্যাবহার করে যাচ্ছেন। ডানে মা আর বামে মদিরা এর চেয়ে অতি উত্তম আর কী হতে পারে! [টোকা মারুন]

অন্যদিকে মূলধারার বি.এস.পি.সি (নির্মল-নির্মইল্য) এর অবস্থা হয়েছে অনেকটা ভাসমান অনাথের মত। স্থায়ী ঠিকানা গ্রানভীল টাউন হলটি ছুটে যাওয়ার পর থেকে একেক্ পূজো তারা এখন একেক্ স্থানে উদযাপন করছেন। গেলবারের দুর্গাপূজো ভারতীয় আরেকটি হিন্দু সংগঠনের সাথে স্থান ভাগাভাগি করে উদযাপন করেছেন রিজেন্টস পার্কের দুর্গামন্দিরে। তারপর কালীপূজো করেছিলেন অবার্ন টাউন হলে। আর সদ্য অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া স্বরস্বতী পুজোটি উদযাপন করলো ওয়েন্টওয়ার্থভীল রেডগাম সেন্টারে। মুলধারা বি.এস.পি.সি সংগঠনের দায়ীত্ব বর্তমান কার্যকরী পরিষদের উপর ছেড়ে দেয়ার পর অনেকে হাঁফছেড়ে বাঁচেন। আশা করেছিলেন 'পুঞ্জিভুত সমস্যা'গুলোর এবার বুঝি কোন হিল্লে হবে, দলছুটদের ঘরে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হবে। কিন্তু হিল্লেতো দুরে থাক এমনকি পূজো করার জন্যে একটি স্থায়ী ও সার্বজনীন গ্রহনযোগ্য স্থান তারা অদ্যাবধি থিতু করতে পারেনি। ঠোঁটকাটারা বলেন নবনির্বাচিত পরিষদের সদস্য ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়হীনতা অথবা আন্তরিকতার কারনে এ সংগঠনটি একটি পূজো মন্ডপের জন্যে আজোব্দি অনাথের মত দুয়ার থেকে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভদ্রবেশী মুখচোরারা বলছেন অন্য কথা, "সুবিধা অসুবিধা সবদিক মিলিয়ে সঠিক স্থানে হল ভাড়া পাওয়া আজকাল বড়ই কঠিন, তবুও চেষ্টা চলছে। ঈশ্বরের কৃপায় আগামী দুর্গাপূজো থেকে হয়তবা একটা স্থায়ী ঠিকানা মিলে যাবে।" শুভানুধ্যায়ীদের অনেকে এখনো আশা ছাড়েননি। বর্তমান পরিষদ তাদের দায়ীত্বকাল সমাপ্তির আগে আর কিছু না পারুক অন্তত নিজেদের মন্দির হওয়ার আগ-পর্যন্ত পূজো করার জন্যে একটি স্থায়ী ঠিকানা উপহার দিয়ে যেতে পারবেন বলে তারা মনে করেন।

প্রবাসে বেড়ে ওঠা এ তরুনীরাই এবারের বিদ্যাদেবীর মন্ডপ সাজিয়েছে

সুর্যের খরতাপ, নুতন ঠিকানা ও অনেক বৈরীতা সত্তেও বি.এস.পি.সি'র স্বরস্বতী পুজোতে এবার প্রচুর জনসমাগম ঘটেছিল। শীতাতোপ নিয়ন্ত্রিত বৃহত্তর হলটি সর্বদা ভরপুর ছিল পুজারী ও অতিথিতে। এবারের পুজোতে দেবীর আসন থেকে শুরু করে প্রসাদ ও ভোজ রান্না সকল কিছু আয়োজন করেছিল নবপ্রজন্মের সন্তানেরা। সিডনীর ইতিহাসে এবারই প্রথম কোন বাংলাদেশী সংগঠন নবপ্রজন্মকে নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে উৎসাহীত করলো। যারা এবারের স্বরস্বতী পুজোটির সার্বিক আয়োজন করেছিল তাদের প্রায় সকলেই অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহন করেছে এবং বেড়ে উঠেছে ভীনদেশের ভিন্ন পরিবেশে। প্রবীনদের আন্তরিক উৎসাহে এবং নবীনদের আগ্রহ ও ভক্তিতে পুরো পুজো দিনটি ছিল স্বার্থক কর্মমুখর। পশ্চিমবঙ্গের প্রচুর পুজারী ও অতিথী বিদ্যাদেবীর আসনে তাদের অর্ঘ্য দিতে এসেছিলেন। অনেকে বলেন সিডনীতে এবরাই প্রথম এতো আনন্দ করে বিদ্যাদেবীর পুজো তারা করলেন।

সকালের পুর্জো-অর্চনা শেষে প্রসাদ এবং দুপুরে ভুনা খিচুড়ী, লাবড়া ও হরেক পদের চাটনি দিয়ে ভোজের ব্যাবস্থা ছিল। শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগীতা, পুষ্পাঞ্জলী, ও ভোজ শেষে পুজো আলোচনা দিয়ে দুপুর গড়িয়ে যায় সহজে। দেবীর সন্তুষ্টি অর্জনে বিকেলে ধুপ-ধুঁনোতে চলে আরতী। সন্ধ্যায় প্রবাসে বেড়ে ওঠা কয়েকজন বালিকার পরিবেশিত মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে মুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। তাদের চোখ ধাঁধানো নৃত্যকলা সত্যি প্রশংসনীয়। প্রবাসে নবীনদের দেশীয় সাংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্মীয় শিক্ষায় বেড়ে উঠছে দেখে গর্বে প্রবীনদের বুক ভরে ওঠে। নৃত্য-বালিকা তিথন পাল, শর্মিলা লোধ, স্নিগ্ধা দে এবং শান্তা দে এর নাচ কখনোই ভোলার নয়। ওরা নেচেছে হিন্দি গানের তালে, বাংলা গানের সুরে যদি হতো তবে তা আরো ভালো হতো।

দুপুর ১২টা, হল ভরে গেছে এরিমধ্যে, আগত অতিথি-পুজারীদের একাংশ

এরি ফাঁকে বিশেষ অতিথী কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য শ্রী ল্যারী ফারগুসন তার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছবানী দিয়ে বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যা-ভোজ পরিবেশনের পর শুরু হয় দিনের দ্বিতিয়ভাগের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যার ভোজে ছিল সম্পুর্ন ভিন্ন ধরনের খাওয়া তার আগে লুচী ও নানারকম সুস্বাদু মিষ্টান্ন। ডঃ রতন কুন্ডের নির্দেশনায় এবারের প্রতিটি পদ তৈরী এবং পরিবেশন করেছেন নবপ্রজন্মের সদস্যরা। লক্ষ্য করা গেছে যে পুজোর বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময়সুচী যেভাবে ঘোষনা করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই আয়োজকবৃন্দ তাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। দু'বেলা প্রসাদ এবং দু'বেলা ভোগ বরাবর সময়েই পরিবেশন করা হয়েছিল, যা ছিল সকলের কাছে প্রশংসনীয়।

সান্ধ্য-ভোজ শেষে বড়দের অনুষ্ঠানে বি.জে দত্ত, সুমিতা দে, ডি.জে বড়ুয়া, এস.এম.আশিক দম্পতি, ও পিয়াসা বড়ুয়া সহ দলবেঁধে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন কয়েকজন স্থানীয় উঠতি শিল্পী। ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর শিষ্য জান্নাত ফেরদৌস খান কয়েকটি লোকগীতি গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। অভিজিৎ বড়ুয়ার দক্ষ তালে সঙ্গীত শিক্ষিকা কাকলী মুখার্জীর গাওয়া গানগুলো দর্শক শ্রোতাদের মন কেড়েছে। রাগভিত্তিক কণ্ঠের অধিকারী শিল্পী অমিয়ার গানগুলো ভালো লেগেছে। হাতের আঙ্গুলের দ্রুত সঞ্চালনায় তাকিয়ে থাকার মত করে তবলা বাজিয়েছেন জম্মেজয় রায়। সুন্দরী কিশোরী ঝিনুক বড়ুয়ার শুদ্ধ বাংলা উচ্চরণ ও আধুনিক উপস্থাপনার ঢঙ ছিল সত্যি অপুর্ব।

রাত আনুমানিক সাড়ে দশটায় বর্নাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যাদেবীর পুজো শেষ হয়। সব মিলিয়ে মনে রাখার মতো করে সিডনীতে বি.এস.পি.সি (নির্মল-নির্মইল্য) পরিষদ তাদের পুজো অনুষ্ঠানটি উদযাপন করলেন। পুজো বিষয়ে তাদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে।

২০১০ এর স্বরস্বতী পুজোর কয়েকটি ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন

কর্ণফুলী রিপোর্ট